জাতীয় পুষ্টি সপ্তাহ উপলক্ষে বারটানে সেমিনার অনুষ্ঠিত

জাতীয় পুষ্টি সপ্তাহ ২০১৮ (২৩-২৯ এপ্রিল) উপলক্ষে সেমিনার আয়োজন করেছে বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট। শনিবার (২৮/৪/২০১৮) রাজধানীর সেচ ভবনে বারটানের প্রধান কার্যালয়ে এই সেমিনার আয়োজন করা হয়।

সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত অতিরিক্ত সচিব ড. মোঃ আবদুর রৌফ। বারটানের সম্মানিত পরিচালক কাজী আবুল কালাম (যুগ্ম সচিব) স্বাগত ভাষণ দিয়ে সেমিনারের সূচনা করেন। সেমিনার সঞ্চালনায় ছিলেন বারটানের উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ফারজানা রহমান ভূঞাঁ।

সেমিনারে 'শিশু ও কৈশোরকালীন খাদ্য ও পুষ্টি' বিষয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বারডেমের প্রিন্সিপাল নিউট্রিশন অফিসার খালেদা খাতুন। এছাড়া 'মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট (জিংক, আয়রন, অ্যান্ড ভিটামিন এ) ফর্টিফিকেশন ইন রাইস' বিষয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বারটানের উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা জনাব মোঃ মাকছুদুল হক।

সেমিনারে উপস্থাপিত প্রবন্ধের উপর মুক্ত আলোচনা ও সুপারিশ প্রণয়ন সঞ্চালনায় ছিলেন বারটানের উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা জনাব মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, ড. মোসাঃ আলতাফ-উন-নাহার ও ফারজানা রহমান ভূঞাঁ। সেমিনারে অংশগ্রহণকারী বারটানের কর্মকর্তাদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন সেমিনারের প্রধান অতিথি কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ড. মোঃ আবদুর রৌফ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে সম্মানিত অতিরিক্ত সচিব মহোদয় বলেন, জনগণের পুষ্টির স্তর উন্নয়নে এই বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধি সবচেয়ে জরুরি। আর এই জন্য প্রয়োজন পুষ্টি সচেতনতা বৃদ্ধিতে ব্যাপক প্রচারণা ও আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয়।

তিনি বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সহস্রাব্দ উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জন দলিলে সাক্ষর করেছিলেন এবং বর্তমান টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টতেও সাক্ষর করেছেন। তিনি এই লক্ষ্য অর্জনে সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করছেন এবং সরকারের গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ আন্তর্জাতিকভাবে প্রশংসিত হয়েছে এবং বিশ্বের অনেক দেশ সেটি অনুসরণ করছে। জাতিসংঘ ঘোষিত অর্জিতব্য এই অভীষ্টে গুরুত্বপূর্ণ যে ধারণাটি সংবলিত হয়েছে তা হচ্ছে Leaving no one Behind বা সবাইকে সঙ্গে নিয়ে উন্নয়ন। সেজন্য আমরা সমগ্র দেশজুড়ে সমন্বিতভাবে পুষ্টিস্তর উন্নয়নে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছি যাতে অঞ্চলভেদে কোনো বৈষম্যের সৃষ্টি না হয়।

সেমিনারের বিশেষ অতিথি বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট ফর আইসিটি ইন ডেভেলপমেন্ট এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শহিদ উদ্দিন আকবর পুষ্টি বিষয়ক প্রচারণায় নতুনত্ব ও আকর্ষণীয় গ্রহণযোগ্য পদ্ধতির উপর কাজ করার পরামর্শ দেন। পুষ্টি বিষয়ক সচেতনতা বিষয়ক প্রচারণায় তিনি সোশ্যাল মিডিয়া, বাচ্চাদের জন্য মোবাইল অপারেটিং সিস্টেম ভিত্তিক অ্যাপস ও গেমস এবং অ্যানিমেশন ব্যবহারের পরামর্শ প্রদান করেন। তিনি তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে তরুণদের মধ্যে পুষ্টি সচেতনতা বৃদ্ধির সুপারিশ করেন। এছাড়া পুষ্টি নিয়ে কাজ করা সংস্থাগুলোর মধ্যে সমন্বয়ের উপরও গুরুত্বারোপ করেন তিনি।

বারটানের উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা জনাব এ এইচ এম জালাল উদ্দিন আকবর ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সেমিনারের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।